বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

নির্দেশনায়
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জনাব বিষ্ণু কুমার সরকার (উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন ও অপারেশন)

সম্পাদনা কমিটি
জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন (উপসচিব), জেনারেল ম্যানেজার (হিসাব)
জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (উপসচিব), জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন ও পার্সোনেল)
জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার রানা, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
জনাব মাহমুদ আহমাদ মারুফ, সহকারী পরিযান কর্মকর্তা
জনাব হিটলার বল, জনসংযোগ কর্মকর্তা
জনাব মোঃ আলাল মিয়া, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

প্রকাশক
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রিঃ

প্রচ্ছদ
জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (উপসচিব), জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন ও পার্সোনেল)

স্বত্ব
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

যোগাযোগ
ফোন নম্বর: ০২-৪১০৫১৩৩৭ ও ০২-৪১০৫১৩৪৮

ই-মেইল
chairman@brtc.gov.bd

ফেইসবুক
https://www.facebook.com/people/
বাংলাদেশ-সড়ক-পরিবহন-কর্পোরেশন/১০০০৭০৮৬০৫৫৫৭৬০/

মুদ্রণ
এসএস প্রিন্টার্স
১০/৮ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা। ফোন: ০১৭১২ ৬১৬ ২৪৫

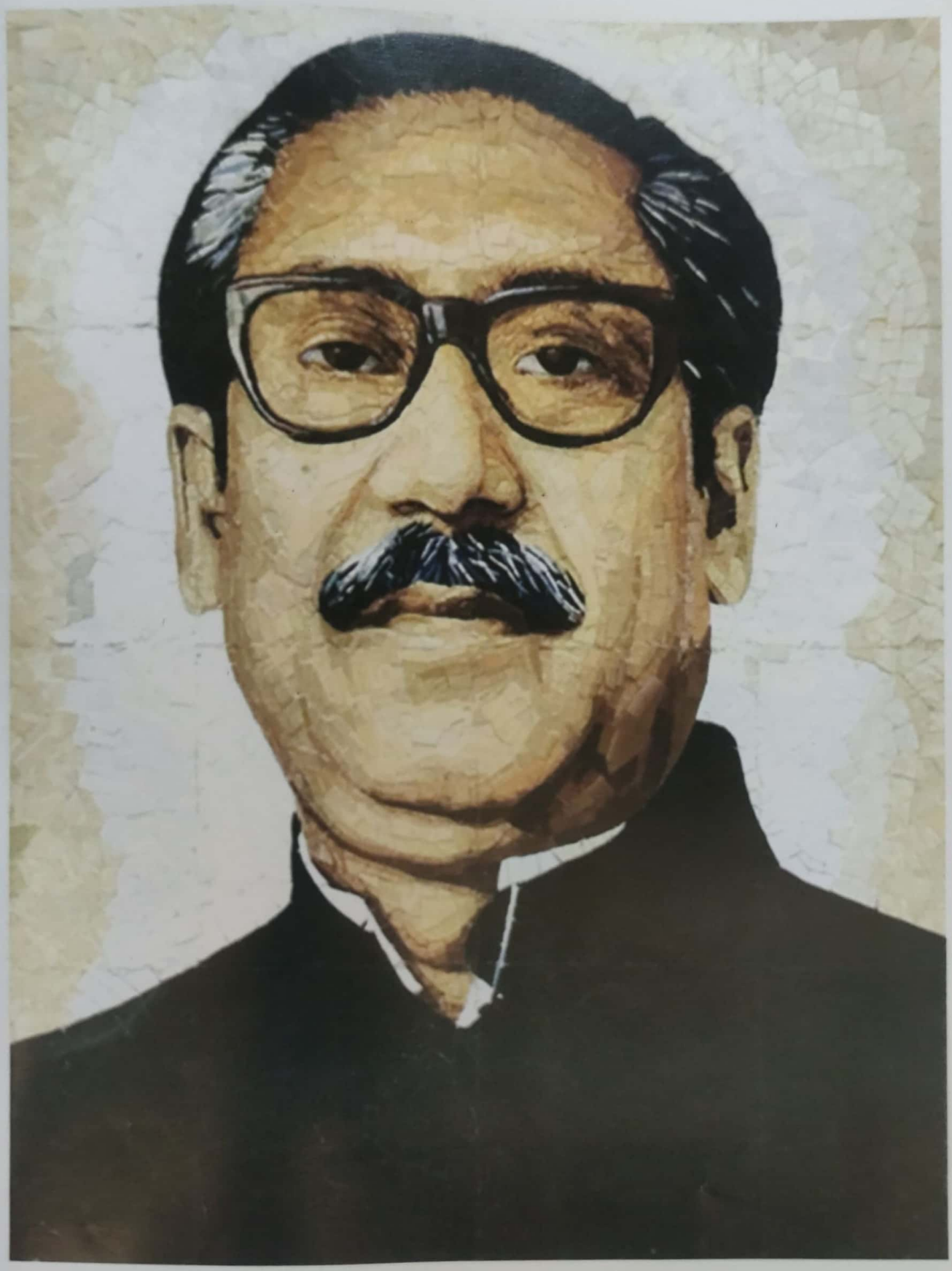

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওবায়দুল কাদের, এমপি
মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে দ্বিতীয় বারের মত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বার্ষিক প্রতিবেদন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দর্পণস্বরুপ। এর মাধ্যমে যেকোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম প্রকাশ পায়। জনসাধারণের মাঝে বিআরটিসি'র কার্যক্রম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি বিআরটিসি'র সার্বিক কার্যক্রমের ক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অগ্রগতি ও রূপান্তরের চিত্র তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)। যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন এবং পণ্য পরিবহন সেবায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি। লোকসান কমিয়ে বিআরটিসি এখন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। সুনামের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সেবায় এবং ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বিআরটিসি-কে একটি জনবান্ধব এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রয়াস তা আরও বেগবান করতে হবে।

বিআরটিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিষ্ঠা এবং সততার সাথে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের পতাকাবাহী পরিবহন সংস্থা বিআরটিসিকে গণমানুষের বাহনে রূপান্তরিত করতে বিআরটিসি'র চলমান ভূমিকা ভবিষ্যতে আরও গতিশীল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধনে অন্যতম কর্মকান্ড হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হয় সে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তত দ্রুত সাধিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বেহাল এই প্রতিষ্ঠানটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নতুন আঙ্গীকে যাত্রা শুরু করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সঠিক চিত্র সম্পর্কে জনসাধারণ জানতে পারবে। বিআরটিসি'র এই উদ্যোগের প্রশংসা করছি।

"সোনার বাংলা বিনির্মাণে" বিআরটিসিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত সেবা নিশ্চিত এবং যাত্রী সেবার মান আরো উন্নত ও সহজ করতে হবে। বিআরটিসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিআরটিসি'র সার্বিক কার্যক্রমে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র আবেদন জাতীয় কমিটিতে উপস্থাপন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে এপিএ-তে বিআরটিসি ১ম স্থান অর্জন করেছে; ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করাসহ বিআরটিসি'র সার্বিক কার্যক্রমে আমি অভিভূত হয়েছি।

বিআরটিসি'র "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২" প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)

মোঃ তাজুল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দ্বিতীয়বারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বার্ষিক প্রতিবেদনের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব সড়ক পরিবহন সংস্থা। সারাদেশে ২২টি বাস ডিপো, ২টি ট্রাক ডিপো, ২টি যানবাহন মেরামত কারখানা, ৪টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও ২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্পোরেশন বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায় ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব এর তত্ত্বাবধায়নে আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন, এই ব্রত নিয়ে সকলের প্রচেষ্টায় এবং ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে বিআরটিসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল লক্ষ্যমাত্রা সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অধিনস্থ সংস্থা প্রধানদের মধ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কারসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে বিআরটিসি প্রথম স্থান অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ এ "সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ" ক্যাটাগরিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় কমিটিতে বিআরটিসির কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যানকর কাজ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০১ বছরে ২১টি পদে ৭৩৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (সংশোধিত) নীতিমালা ২০২২ এর মাধ্যমে কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা এবং 'শিক্ষাবৃত্তি সহায়তা তহবিল নির্দেশিকা ২০২১' এর মাধ্যমে কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ট্রেনিং ইনস্টিটিউট দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে।

সকল কমকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় হতে প্রত্যেক মাসের ০১ তারিখে পরিশোধ করা হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর গ্র্যাচুইটি/ সিপিএফ/ ছুটি নগদায়ন বরাদ্দ প্রায় ৪/৫ কোটি টাকা অনলাইনে পরিশোধ করা হচ্ছে। কর্মচারীদের সুবিধার্থে সিপিএফ হতে দীর্ঘদিন পর নতুনভাবে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। নিয়মিত অভ্যন্তরীণ অডিটসহ হিসাব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের ফলে কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্পোরেশনের সকল ইউনিটের মাসিক প্রাক-বাজেট বাস্তবায়ন হওয়ায় সার্বিকভাবে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

২০২১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বিআরটিসি'র সচল বাসের সংখ্যা ছিলো ৯০০ এর অধিক। বিআরটিসি'র অচল গাড়িগুলো মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করে বর্তমানে বিআরটিসি'র বহরে সচল বাস সংখ্যা ১৩০০ এর অধিক। অত্যাধুনিক সিএনজি চালিত বাস ও ৫০ টি ইলেক্ট্রনিক ভেহিক্যাল (EV) বিআরটিসি'র বহরে সংযুক্ত করার কার্যক্রম চলমান। সারাদেশে ১৯৭টি আন্তঃজেলা বাস রুটের মাধ্যমে বিআরটিসি যাত্রী পরিবহন সেবা প্রদান করছে। সরকারি খাদ্য, সারসহ বিভিন্ন জরুরী সামগ্রী ট্রাকের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে ঢাকা নগর পরিবহনের ২১ নম্বর রুটে যৌথভাবে ও ২৬ নম্বর রুটে এককভাবে যাত্রী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাণিজ্য মেলা ২০২২ এ কুড়িল বিশ্বরোড হতে পূর্বাচল মেলা প্রাঙ্গন পর্যন্ত বিআরটিসি নিরবিচ্ছিন্নভাবে যাত্রী সেবা প্রদান করেছে।

তারই ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য মেলা ২০২৩ উপলক্ষ্যে মেলায় আগত যাত্রীদের যাতায়াতের সকল ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর দক্ষিণাঞ্চলের ২৩টি রুটে বিভিন্ন জেলায় যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে। জাতির বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রোরেল উদ্বোধনের পর আগারগাঁও হতে মতিঝিল পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের জন্য সকল প্রস্তুতি রয়েছে। এবিষয়ে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের সাথে বিআরটিসি'র MOU স্বাক্ষরিত হবে।

প্রধান কার্যালয় ও সকল ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যিক ৬০ ঘন্টা ইনহাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। দক্ষ চালক প্রশিক্ষণ দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জয়িতা ফাউন্ডেশন, HILIP, SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২২,০১৭ জন চালকের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রথমবারের মত কারিগরদের বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক ৩০ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। চালকদের দক্ষতা উন্নয়নে আবাসিক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরিদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাফ জয়ী নারী ফুটবলারদের সম্বর্ধনার জন্য মাত্র এক দিনের মধ্যে ছাদ খোলা বাস প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রত্যেক ডিপো/ইউনিটে অনলাইন সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। বিআরটিসি'র ১২০০ বাস ও ট্রাকে ভেহিকল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS) অতি শীঘ্রই চালু করা হবে। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ওয়াই-ফাই সুবিধা, ই-টিকেটিং, ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে ডিপোতে ইয়ার্ড, র‍্যাম্প, পেইন্ট বুথ, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

পরিশেষে, আমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশে সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ তাজুল ইসলাম)